প্রস্তাবনা।

নন্দন-কানন। কলিকাতা।

(স্বর্ণসিংহাসনে ইন্দ্র ও শচী উপবিষ্টা
ও অপ্সরাদ্বয়ের গীত)

হাম্বির—তালফের্তা।

স্বর্গ কিবা শোভা আজি নিহারি নয়নে।
শচীসনে শচীপতি বসি সুখ মনে॥
সুধা সম হাসি, করি পরকাশি,
বরষিছে সুধারাশি মানস গগনে।
শারদ চন্দ্রমা, রূপে নিরূপমা,
লাজে কুমুদিনী পতি উদিল গগনে॥
চঞ্চলা দামিনী, সম এ রূপিণী,
খঞ্জন গঞ্জিত আঁখি সরোজ আননে॥
মাতিয়ে আমরা এ রস রঙ্গে,
নাচিব গাহিব প্রেমের ভঙ্গে,
ভাসাব সুধিগণে সুখ তরঙ্গে,
পবিত্র প্রণয়-কুসুম রতনে॥

নাট্যগীতিকাস্থ ব্যক্তিগণ।

বিনোদলাল	... ...	সিন্ধুড়াদেশের রাজপুত্র।
দন্তবক্র	... ...	বিনোদিনীহরণকারি দৈত্য
ললিতা	... ...	পরিকন্যা, মায়াবিদ্যা শিক্ষিতা
ললিতার সখীত্রয়।		
বিনোদিনী	... ...	উজ্জয়িনী দেশের রাজকন্যা।
আমোদিনী নলিনী সরোজিনী	... ...	রাজকন্যাগণ ও বিনোদিনীর সখীত্রয়।

প্রণয়-কুসুম।

প্রথম অঙ্ক।

উদ্যান।

(বৃক্ষমূলে বিনোদলাল উপবিষ্ট)

[গীত]

মালকোষ—আড়াঠেকা।

উদিছে নলিনী নাথ পুরব গগনে।
বসন্ত অনিল তাহে বহিছে সঘনে।
নবিনা কুমুদ প্রাণ,
চাঁদে করেছিল দান,
মুদিল বদন সতী সুধাকর বিহনে।
নলিনী হেরিয়ে বধু,
হাসে ভব মুখ বিধু,
ফুটিল নলিনী বধূ সহাস্য বদনে॥

কেমনে পাইব আমি সে নীল-নয়না,
যাহার তরেতে প্রাণে দিতেছে যাতনা,
ভ্রমিনু একাকী আমি সমস্ত যামিনী,
ছলনা করিল কত আশা-কুহকিনী।
কি কব রূপের রাশী,
মধুর অধরে হাসি;
ঘন ঘন চমকিছে যেন সৌদামিনী।
হৃদয়ে জাগিছে সদা সেই বিনোদিনী॥

ওঃ! হৃদয় শান্ত হও, কেন তুমি সেই অতুল রূপসাগরে ঝাপ দিলে, ওঃ! কি যাতনা অসহ্য!

[গীত]

ইমণ কল্যাণ—আড়াঠেকা।

কেনরে অবোধ মন ভাব অকারণ।
পাইতে দুর্লভ ধন করিছ যতন॥
লোভিতে সে আশাধন, বৃথাকর আকিঞ্চন,
পাবেনা পাবেনা মন অতি সে কঠিন।
ডালে বসে চক্রবাকী, কাঁদিছে বসে একাকী,
আমি ও কাঁদিছি হায় প্রেয়ার কারণ।
ধৈরয ব্যবসা কর, সব আশা পরিহর,
বামন হইয়ে চাঁদে আশা কর মন॥

ওঃ! আর তার বিরহ সহ্য হয় না, প্রিয়সীর মিলনাশয়ে সমস্ত নিশা অতিবাহন করলেম, কিন্তু কোন স্থানে তার অনুসন্ধান পেলেম না, না জানি আরো কি ভাগ্যে আছে। ওঃ! আমার সেই চিত্তহরণকারিণী সরোজ-নিভানন-প্রেয়সী রতন কি লাভ করতে পারব, ওঃ! কি কুক্ষণে আমি তার রূপে মুগ্ধ হয়েছিলেম। একি! স্ত্রীলোকের সঙ্গিত যে শুনতে পাচ্ছি!—এই যে এদিকেই আসছে, আমি এই বকুল গাছের আ-ড়ালে দাঁড়াই। (গাছের অন্তরালে অবস্থিতি)

(সখীত্রয়ে বেষ্টিত হইয়া পরিকন্যা
ললিতার প্রবেশ)

(নৃত্য ও গীত)

পাহাড়ি—কার্ফা।

হের সজনী ওলো নয়ন ভরিয়ে।
কুসুম সনে কুসুম বঁধু মধুপিয়ে ॥
কুসুম যুবতী হাসে,
মোদি দশ দিশ বাসে,
হেরে যুড়াল ওলো প্রাণ হিয়ে ॥

ললি। মোহন সুচারু বেশে সেজেছে কানন।
দেখলো সজনী সবে মেলিয়ে নয়ন ॥

১ম-স। ফুটেছে কমল দল বিমলিন সরে।
বিমোহিত হ'ল প্রাণ নয়নেতে হেরে॥
২য়-স। ডাকিতেছে পিক বঁধু জানাইছে সবে।
বসন্ত সুখের কাল আসিতেছে ভবে॥
ললি। তাইতলো সজনীলো জীবন জুড়াল।
বিমোহিত হলো সই মানস চঞ্চল॥
৩য় স। কামিনী-কোমল মন বিস্তারি কেমন।
প্রমোত্ত মধুপগণে হরিতেছে মন॥

(সখীত্রয়ে গীত)

সিন্ধুখাম্বাজ—কাওয়ালী।

আহা মরি মরি শোভা হের নয়নে।
নাচিছে কমল দল সরে সঘনে॥
ফুটিয়ে কামিনী ফুল, করিতেছে প্রাণাকুল,
তাহে সবে মধু কুল খেলিছে সুখ মনে।
গাঁথিয়ে কুসুম হার, দিব সখী উপহার,
পরাব প্রেমমদ ভরে অতি সযতনে।

ললি। সখি, আজ আমার এ উদ্যান বিষময় বলে বোধ হচ্ছে, এমন সুন্দর মলয়াপবন আমার দেহে যেন শত শত উত্তপ্ত লৌহ শলাকা বিদ্ধ কর্‌ছে।

১ম-স। হবেনা কেন সখি! এমন বসন্তকালে পূর্ণ যৌবনা কে কোথায় একলা থাকতে পারে?

আইল বসন্ত যদি নাচিল প্রণয়।
যুবক যুবতী প্রেমে মাতিল হৃদয়॥

২য় স। ওলো সেকথা আর মিছে নয়লো! বসন্তের সঙ্গে গাছ পালার যেমন নূতন পাতা বেরোতে থাকে, আর তার কোলের লতার ও নূতন পাতা বেরোয়, তেমনি বসন্ত সমাগমে নবযৌবনীগণের নূতন প্রেমও গজাতে থাকে, তাই আমাদের সখীর মন এত উচাটন হয়েছে।

১ম-স। কাযেই শূন্য প্রাণে ঘরে থাকা সখীর মতন রূপসীর কি মন টেকে।

৩য়-স। আমাদের হতেতো ভাই হলো না, তুই কেন একটা খুজে পেতে দেখনা।

১ম-স। খুজদে যাব কেনলা! এমন পদ্মটী একবার লোক সমাজে দেখাতে পাল্লে হাজার হাজার ভোমরা সখীর পায়ে লটাপটী খাবে। আচ্ছা সখি! তুমি মন খুলে বল দেখি ভাই, বিবাহ করতে ইচ্ছা হয় কি না।

[গীত]

পাহাড়ীজংলা—মধ্যমান।

চাহেলো সজনী সদা লোভিতে রমণ।
কি দায় ঘটিল সখী কি করি এখন॥
মন নাহি মানা ধরে, পুরুষে এ মনোহরে,
আবার ফুল শর হানেলো মদন।

অবলা সরলা বালা, সহেনা মদন জ্বালা,
কি করে নবীন বালা বলনা এখন ॥

২য় স। তা সখি একথা তুমি আমাদের পূর্ব্বে বলনি কেন, তাহলে আমরা এতদিনে ভগিনীপতির মুখ দেখতেম।

৩য়-স। ও সখি! তোমার মনেং এতও ছিল, স্ত্রীলোকের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না।

১ম স। ওলো মুখ কি অমনি ফুটবে, রসিক নাগর না পেলে কি যুবতী রমণীর মুখ ফোটে।

২য়-স। আর না হবেই বা কেমন করে, এমন স্বর্ণ প্রতিমা বয়স্থা হয়েছেন, কাযে কাযেই মনের সুখটুকু হৃদয়ে প্রবেশ করেচে।

(ললিতাকে বেষ্টন করিয়া সখীত্রয়ের নৃত্য ও গীত)

পিলু—খেমটা।

ষোড়শী রূপসী তুমি ওলো সজনী,
যৌবন সুখের ধন বহে যায় অমনি।
মনোমোহিনী, সরোজ বরণী,
ক-ন-ক ন-পু-র বাজে চরণে;—
শোভে মেখলা ওলো যঘনে মোহিনী।

২য় স। আচ্ছা সখি, তুমি ত মায়া মন্ত্রের দ্বারা সকল অবগত হতে পার, কই ভাই! তোমার মনের মতন একটী নাগর যোগাড় করে নিতে পারো না?

বিনোদ। (স্বগত) উঃ! একি!! আমি নন্দনকানন ভ্রমে বিষ বনে প্রবেশ করেছি, ওঃ! এ পাপিনী যদি আমায় দেখতে পায়, তাহলে আমার সে চারু-হাসিনীকে দেখবার শেষ হ'ল। ওঃ! জগদীশ্বর! ভালবাসার পথে এত বিষাক্ত ফণিনীর বাস, তা আমি স্বপ্নেও জানতেম না।

ললি। দেখ দেখ সখি! ঐ বকুল গাছের তলায় কে দাঁড়িয়ে রয়েছে! (স্বগত) আহা! কি মনোহর রূপ, ইচ্ছা হয় এঁরিই চির দাসী হই।

(সকলের অবলোকন)

১ম-স। তাইত সখি! এযে পুরুষ মানুষ! কেমন করে এ উদ্যানে প্রবেশ কল্লে,দেখ সখি তোমরা এখানে দাঁড়াও আমি ওঁকে ডেকে আনি।

(বিনোদের নিকটে গিয়া)

মহাশয়! আপনি জানেন এ উদ্যান আমাদের সখী মায়া দ্বারা সৃজন করে এখানে ক্রীড়া করেন।

বিনো। আমি জানি না যে এস্থান পিশাচিনীদের জন্য সৃজন হয়েছে, আমি জানতেম পিশাচিরা শ্মশানেই বাস করে?

১ম-স। আপনি সাবধান হয়ে কথা বলবেন।

ললি। মহাশয়। আপনি কোন্ স্থান হতে আগমন করেছেন আর কোথাই বা গমন করবেন?

বিনো। আমার প্রিয়তমার উদ্দেশে গমন কচ্চি।

ললি। আমি সমস্তই জানতে পেরেছি, আপনি উজ্জয়নী অধিপতির কন্যা বিনোদিনীর রূপে মোহিত হয়ে সেই স্থানে

গমন কচ্চেন? কিন্তু নাথ! আমি তোমায় কখন ছেড়ে দেবনা, তুমি আমার হৃদয় রাজ্যে একাধিপত্য কর।

বিনো। না, তা আমি কখনই পারব না, এখন আমি সেই চিত্তহারিণীর অন্বেষণে যাব।

ললি। নাথ! আর আমি তোমায় ছাড়ব না এস নাথ আমরা বেদীর উপরে বসি। [হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উভয়ের উপবেশন]

বিনো। (স্বগত) দেখিনা কি হয়?

[গীত]

মুলতান—আড়াঠেকা।

রমণীর প্রিয় ধন পুরুষ রতন।
নাথ বিনা প্রেমার্জ্জন হয় কি কখন॥
বসন্ত শামন্ত গণ, করে সদা জ্বালাতন,
কিসে রাখি কুলমান বল না হে প্রাণ।
হেরে রূপ অনুপম, মজিল নয়ন মম,
মনে রেখ ওহে নাথ দাসীর প্রাণধন॥

নাথ! আমি তোমায় সে ভীষণস্থানে কখন যেতে দেবনা।

বিনো। কেন?

ললি। নাথ, সে উজ্জয়িনী নগর এখান হতে বহুদূর! আমি দিব্যচক্ষে দেখছি, সেই রাজকন্যা বিনোদিনীকে হরণ করবার জন্য একটা দৈত্য ফিরচে, যদি তাকে একক পায় তাহলে দৈত্য তাঁর অভিষ্ট স্থানে হরণ করে লয়ে যাবে।

বিনো। কি! সামান্য দৈত্য হয়ে আমার প্রেয়সীকে হরণ করবে, আমি কি সামান্য দৈত্য ভয়ে সে স্থানে যেতে ভীত হচ্ছি, এই শাণিত অসির দ্বারা সেই পাপকে খণ্ড খণ্ড করব।

অলি। (সহাস্যে) প্রাণ নাথ! সেত সামান্য দৈত্য নয়, সে কি নাথ তোমার এই সামান্য অসিকে ভয় করবে? আচ্ছা নাথ! আপনি যদি একান্তই দাসীর কথা না শুনেন তা আজ আমার গৃহে ক্রীড়া করবেন চলুন; নাথ! আমি তোমায় এক খানি কবচ দেব আপনার তাহলে কোন বিপদ ঘটবে না।

বিনো। বিধুমুখি! তোমায় আমি জন্মে ও ভুলতে পারব না।

১ম স। বলি ও মদনমোহন! তুমি কি কুহকীই জান ভাই?

২য়-স। দেখতে পাচ্ছিসনি একেবারে সখির গায়ে ঢলে পড়ছেন?

৩য়-স। এত দিনে সখির মন উঠলো।

(সখীত্রয়ের নৃত্য ও গীত)

বেহাগখাম্বাজ—ঠুংরি।

ভাসিল সুখে আজি সখীর প্রাণ মন।
হেরে মোহন রূপ মোহিল মন॥
হৃদয়-সরসে আজি,
ফুল্ল সরোজ-রাজি,
মুকুলিত হ'ল আজি, লোভিয়ে রমণ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

—:*:—

[কুসুম উদ্যান]

(কুসুমবেষ্টিত কুঞ্জমধ্যস্থিত অর্দ্ধশয়না
বিনোদিনী)

[গীত]

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—জলদতেতালা।

সে জন বিহনে আর প্রাণ যে রহে না।
সহিবে আর কত অবলা ললনা॥
সরলা অবলা জাতি, কোমল পরাণ অতি,
কেমনে ধৈরয ধরে থাকিব বলনা।
গাইতেছে পিকবঁধু, বরিষে সঙ্গীত মধু,
বিনা মম প্রাণবধু প্রাণ যে বাঁচে না॥

কি মোহন রূপ! কি সুধামাখা বাক্যবিন্যাস, কি সুকোমল অঙ্গ, যেন নবনীতে বিধাতা প্রাণনাথকে গড়েছেন, স্বপ্ন! কেন তুমি মিথ্যা হলে? নিদ্রামায়াবিনী! পিশাচী! কেন তুই আমায় আচ্ছন্ন করে রইলি? পাপিনি! তুই যদি না আমায় অধিকার কর্‌তিস্, তাহলে প্রাণনাথকে কি ছেড়ে দিতেম। ওঃ! তবে

কি সেই পাপিষ্ঠ দৈত্য আমায় ছলনা কর্‌বার জন্যে এরূপ করেছিল? ওঃ! নিরাশাসাগরে মন ডুবল?

(গীত গাইতে২ সখীত্রয়ের প্রবেশ)

সাহানা—কাওয়ালী।

মোহন শোভা হের নয়নে।
সজনী সবে আমোদ মনে॥
গাঁথিয়ে কুসুম মালা,
মিলে সব রাজবালা,
দেব সখীরতনে॥

সরোজ। ওলো আজ রাজকুমারী কোথায়?

আমো। নাগর চিন্তাই তাকে মত্ত করে রেখেছে।

নলিন। তাইত ভাই তাকে একবার সুস্থ মনে দেখিনি।

আমো। নাগর পেলে এবার তার দেখা পাওয়া ভার হবে।

নলিন। দেখ ভাই আমোদিনি! আজ কুসুম কানন যেন হাস্‌ছে!

আমো। আর সরোজের মনে যেন বিঁধ্‌ছে।

সরোজ। আমার আবার মনে কি বিঁধ্‌বে না?

আমো। ফুলশর!

সরোজ। সরোজের মদন হাতধরা, ওঁর ভয় কি ভাই?

আমো। দেখ ভাই সরোজ! আজ একটু নলিনকে ধার দিও?

সরোজ। চল সখী ত্বরা যাই?

নলিন। যেখানে সখীরে পাই।

আমো। প্রাণের পুত্তলি বিনোদ বিরাজে যথায়।

(সখীত্রয়)

খাম্বাজ—লকৃটা।

হেরিগে চল সবে চাঁদবদনী।

যথায় বিরাজিছে বিনোদিনী॥

নলিন নয়না,

নবীন ললনা,

হেরিয়ে মাতিব ওলো সজনী॥

(সখীত্রয় বিনোদিনীর নিকটে গিয়া)

কুমুদ। বলি ও সুধামুখি! এমন ভাবে বসে কেন?

আমো। যুবতী জীবন বিহনো বলো,—

পতি সোহাগী, সুখের ভাগী,

দেখ না লো সই।

নাগর তরে, প্রেমসাগরে,

ঝাঁপ দিয়েছেন ওই॥

নলিন। কেন সখি! তুমি এমন করে ভাবো বল, আ-মার বোধ হয় সেই দুষ্ট দৈত্য মায়া ছল করে তোমায় পাগলের মত করেছে।

বিনোদ। সখি! আমি যেন দিব্য চক্ষে দেখ্‌লেম, আমার পার্শ্বে সেই ভুবনমোহন রাজকুমার শয়ন করে রয়েছেন, আর আমি যেন তাঁর সঙ্গে কত কথা কইচি, সখি এটাত আমার ভ্রম বলে বিশ্বাস হয় না।

আমো। তবেত সখি! খুব সুখভোগ করে নিয়েছ?

[গীত]

সিন্ধুখাম্বাজ—আড়াঠেকা।

আর কেন সজনী মোরে দিতেছ যাতনা।
তাঁহার বিহনে আর জীবন বাঁচে না ॥
না হেরে সে প্রাণধনে, মন না প্রবোধ মানে,
প্রাণনাথ বিনে প্রাণ প্রাণ যে রহে না।
আমি অতি অভাগিনী, নাথ লাগি পাগলিনী,
হারায়ে তাহারে সখি পাইতেছি বেদনা ॥

সুবোজ। না সখি। তুমি এমন করে কেন বৃথা ভাব বল?
অবশ্যই এটী তোমার স্বপ্ন।

বিনো। সখি! মা বলেছিলেন যে, যখন তোমার চৌদ্দ বৎসর বয়স হবে, তখন সিন্ধুড়া দেশের রাজপুত্রের সঙ্গে তোমার মিলন হবে, আর সেই পতি হতেই তোমার পরমশত্রু দন্তবক্র বিনাশ হবে, তা সখি! আমি তাঁকে কোথায় পাব। (রোদন)

(সখীত্রয়)

[গীত]

খাম্বাজ—খ্যামটা।

ও সখি আর তুমি করোনা রোদন।
হৃদয়ে পাইবে তুমি সে প্রাণ রতন ॥

যে মনোমহন,
চাহে তব মন,
বিধির বিধানে সখি হইবে মিলন ॥

বিনো। সখি সে যে পাবার আশা নাই।

আমো। অবশ্য তোমার আশা পূর্ণ হবে, সখি! এত উতলা হ'লে শরীর ক্রমশ মলিন হয়ে যাবে,এখন মন স্থির কর!

[গীত]

পিলুবারো রাঁ—ঠুংরি।

সখি নিবার অকারণ।
প্রোবোধে না প্রবোধ মানে এ অবোধ মন ॥
হেন হয় মনে,
নিশি আগমনে,
দেখি স্বপনে সেই প্রাণ ধন ॥

(সখীত্রয়)

[গীত]

পিলু—খ্যাম্‌টা।

আকুল প্রণয়িনী নিজবঁধুর তরে।
নয়নেতে শোক ধারা নিয়ত ঝরে ॥
ফুল্ল সরোজিনী,
বিষাদে মলিনী,
বিনোদিনীর বিনোদ প্রাণ অধীর করে ॥

আমো। ও সখি! কেন তুমি এত ভাবিত হচ্চ, অবশ্য অভ্যাস গিয়ে শুভাব হবে, তখন আবার এই পদ্ম চক্ষে প্রেমের জল পড়বে, তখন সখি তোমার দেখা পাওয়া ভার হবে।

বিনো। সখি! এ যে আকাশ কুসুমের ন্যায়।

সরোজ। না সখি, যখন তোমার মা বলেচেন তখন সে কথা কখন মিথ্যা হবার নয়, আর তোমায় সেই মধুর কাল উপস্থিত।

আমো। ওলো! ওঁর কি তাতে মন প্রবোধ মানে, এখন অঙ্গে অঙ্গে না মিশলে আর কি মন উঠবে?

মলিন। সখি এখন গৃহে চল, আমরা যেখানে তোমার মনোচোরকে পাব, সেইখান থেকে তাকে দড়ি বেঁধে এনে তোমার করে দেব।

(বিনোদিনীকে বেষ্টন করিয়া সখীত্রয়ের গীত)

খাম্বাজ—পট্‌তাল।

চল লো সখি নিজ ভবন,
মিলিবে তোমার প্রাণ ধন।
মদন রাজারে,
কোমল করে,
আবার প্রেম ডালি কর অর্পণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

———:*:———

বিলাস গৃহ।

(পুষ্প বেষ্টিত শয্যায় বিনোদ ও বিনোদিনী উপবিষ্ট)

[গীত]

মুলতান—মধ্যমান।

পতি বিনা রমণীর কি ধন আছে আর।
এসংসার মাঝে বিনোদ বিনোদিনী আধার।
আমার জীবন,
এ নব যৌবন,
প্রাণ মন নাথ সকলি তোমার॥

প্রাণেশ্বর! তোমার জন্যে এ অভাগিনী যত দুঃখ পেয়েচে, এখন সে সব দুঃখ আমার সুখের বলে বোধ হচ্চে, এখন এ দাসীর মিনতি যে আর এ অভাগিনীকে নাথ! ভুলবেন না।

বিনো। প্রিয়ে! মেঘ কি তার প্রিয়তমা সৌদামিনী সঙ্গ ক্ষণমাত্র ত্যাগ করে থাকে? প্রিয়তমে! তোমার সখী গুলি যেমন মিষ্টভাষী, তেমনি রসিকা, প্রিয়ে ওরা কি তোমার চির সখী?

বিনোদিনী। প্রাণ নাথ! ওরা সকলেই রাজকন্যা, সেই দুষ্ট দন্তবক্র ওদের পিতামাতাকে মেরে ফেলে শেষ আমায় হরণ করবার জন্যে অন্বেষণ করে বেড়াচ্ছে, কিন্তু এতদিন আমার পিতার জন্য হরণ করতে পারেনি, এখন যদি টের পায়, তাহলে নাথ আমার দশা কি হবে।

বিনোদ। হা! হা!! হা!!! প্রিয়ে তুমি সেই সামান্য দৈত্য ভয়ে ভীতা হচ্চ, আমি নিকটে থাকতে কার সাধ্য তোমার ছায়া স্পর্শ করে। ঐ দেখ তোমার সখীরা আসছে।

(গীত ও নৃত্য করিতে করিতে
সখীত্রয়ের প্রবেশ)

ভৈরবী—ভরতঙ্গা।

নেচে গেয়ে সবে চল সখীর সদনে লো।
মোহন মোহিত সাজে সাজাব রতনে লো।
মোহোন মোহিনী,
কনক বরণী,
মোহিত হবে মন হেরে সে রতনে লো॥

সরোজ। দেখ্ লো আলি, বদন তুলি,
হাসচে বিনোদবালা।

আনো। নবীন করে, প্রেমের ভরে,
দাও লো প্রেমের মালা।

সরোজ। কি ঠাকুর জামাই কেমন চলচে বল?

নলিন। কিগো রসিক নাগর কেমন আছ হে?

আমো। কিহে ঠাকুরজামাই! বলি নিশিটা কি মিথ্যাই কা-টবে ভাই!

বিনোদ। না ভাই তোমরা থাকতে কি,—

আমো। আমরা এলুম বলে কি সুখের ব্যাঘাত হল?

সরোজ। বলনা কেন ভাই আমরা এখনি যাচ্চি।

নলিন। আয়লো আয় আমরা যাই।

বিনোদ। না ভাই, আমিতো তোমাদের যেতে বলচি না, তোমরা এলে পরম সুখে তোমাদের সঙ্গীত সুধা রস পান করে সুখে নিশি অবসান করব।

আমো। ওমা তাইত, তবে নাকি ঠাকুর জামাই বোবা, কিছু রসিকতা জানেন না।

বিনোদিনী। তুই বলতে পারিস, আর উনি বলতে পারেননা!

সরোজ। ওমা! এর মধ্যেই এত! আবার চখে জল পড়ে যে?

যৌবন তরী, প্রেমকাণ্ডারী;
বাইচে প্রেমের হাল।
নাগর গলা, ধরে অবলা,
ঢাল্‌চে নয়ন জল॥

আমোদিনী। প্রেমের জল, নাব্‌চে চল,
পেয়ে নাগর কোলে।
বঁধুর সঙ্গে, প্রেম তরঙ্গে,
পড়িগোহাসি দোলে॥

(উভয়কে বেষ্টন করিয়া সখীত্রয়ের
নৃত্য গীত)

সাহানা—নক্‌টা।

সুধামুখী সুধামুখে সুধা হাসি হাসিল।
নাগর পেয়ে ধনী আমোদেতে মাতিল ॥

সরোজ। পেয়ে পতি রতনে,
সজনী আমোদ মনে,

নলিন। নাগর পাশে নাগরী শোভিল,—

সকলে। নবীনা নলিনী আজি নবরসে মাতিল ॥

আমোদিনী। মনের মতন, রসিক রতন,
এয়েচে তোমার করে।
নাগর চাঁদে, পিরিতি ফাঁদে,
রেখলো এবার ধরে ॥

সরোজ। দেখ সখি! আর যেন ঠাকুর জামাইকে ছেড়ে দিওনা?

নলিন। ছেড়ে দেবেন বইকি না! তা নইলে বোকা হবে যাবেন?

আমো। ও ঠাকুর জামাই! চুপ করে বসে রইলে কেন, একটী কথা কওনা ভাই?

নলিন। সখি! বুঝি আপনার ধনকে বারণ করে দিয়েছেন?

বিনোদিনী। নাথ! আমি কি তোমায় বারণ করে দিয়েচি।

বিনোদ। তুমি কেন ভাই বারণ কর্‌বে, তোমার মধুনাথ। কথাই আমায় বারণ করে রেখেচে।

আমো। একি! তোমায় বুঝি মা ষষ্ঠী থেকে থেকে দ্যায়ালা কচ্চেন, আচ্ছা ঠাকুরজামাই! তুমি ভাই কি বেহায়া, মধ্‌ খাবার কি আর তুমি সময় পেলে না?

বিনোদিনী। তুমি ভাই! আমোদের সঙ্গে পারবে না।

সরোজ। ঠাকুরজামাই! একটী গান গাও না ভাই!

নলিন। কিন্তু ভাই! সখির বিষয়।

আমো। একটু চুপ কর, গলাটা শানিয়ে নিন?

[গীত]

ভৈরবী—কাওয়ালী।

ভাসিনু সুখে আজি ওলো মনমোহিনী।
লভিয়ে হৃদয়ে আজি এ সুহাসিনী॥
মনের মাঝারে,
এ নব রতন,
বিরাজিছ সদা হৃদে ওলো বিনোদিনী॥

সকলে। বেশ! বেশ! বেশ!!!

নলিন। ওলো দেখ্‌লো দেখ! একবার সখীর মুখ পানে চেয়ে দেখ?

সরোজ। ওলো তাইত লো! একেবারে অঙ্গে অঙ্গে মিশে গেছে!

আমো। বলো,——

কুমুদ ধনী, চাঁদবদনী,
চাহে বঁধু পানে।
উঠলে বিধু, গড়ায় মধু,
এ চাঁদ বদনে॥
পিইয়ে সুধা, মিটলো ক্ষুধা,
ভাসলো সুখ সরে।
বিনোদিনীর, বিনোদ বেণীর,
বিনোদ শোভা ধরে॥

এখন ভাই সুখেতে আমোদ আহ্লাদ কর আমরা যাই ভাই?

আমো। ও কথা কি আর তোকে বলতে হবে না?

সরোজ। কেমন ঠাকুর জামাই! আমরা এখন যাই ভাই?

বিনোদ। না ভাই! তাওকি হয়! তোমরা না থাকলে আমোদ করে কে?

আমো। তবু ভাল ভাই! আমাদের তুমি দেখতে পার!

বিনোদ। দেখ ভাই! আমি তোমাদের সখীকে আমাদের দেশে নিয়ে যাব।

আমো। ঠাকুরজামাই! আমাদের ত ভাই এ পুরী হতে এক পাও যাবার যোটি নাই! আজ যে এখানে এসেচি সে কেবল তোমার ভরসায়!

বিনোদ। সখি! তোমাদের কিছুমাত্র ভয় নাই, আমি যতক্ষণ এখানে আছি কার সাধ্য যে, তোমাদের সখীর

অঙ্গ স্পর্শ করে; তার এ গভীর রাত্রে আর আসবার কোন সম্ভাবনা নাই।

আমো। দেখ ঠাকুর জামাই! এখন আমাদের সখীর রক্ষা কর্ত্তা তুমি বই আর কেহ নাই? তুমি ভাই এখন সখীর বিষল্যকরণী!

সরোজ। সখীর যে আজ গালে হাসি ধরে না?

বিনোদ। প্রিয়ে, রাত্রি দুই প্রহর গত হয়ে গেছে, আমি একবার চামুণ্ডা দেবীর পূজা করে আসি? সখি! তোমরা প্রিয়ার নিকটে থেকে আমোদ আহ্লাদ কর, আমি এলেম বলে।

(বিনোদিনী বিনোদের হস্ত ধরিয়া গীত)

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

আঁখির আড়াল হলে বাঁচেনাক প্রাণ আমার।
যখন নিকটে থাকি,
কত সুখে ভাসে আঁখি,
যখন হয় ছাড়াছাড়ি বরিষে নয়ন আমার!

[বিনোদের প্রস্থান।

নলিন। ঠাকুরজামাই! সখিকে প্রিয়ে বলে ডাকলে সখীর গালে আর হাসি ধরে না?

আমো। তুই কেন ভাই একদিন ঠাকুরজামাইকে ধর না?

নলিন। তাহলে সখী কি আমায় আস্ত রাখবেন? আজ সখির কি আনন্দের দিন?

(সখিত্রয়ের গীত ও বিনোদিনীর শয্যায় শয়ন ও নিদ্রা)

আড়ানা বাহার—কাওয়ালী।

নবীনা নলিনী আজি সুখ সরে ভাসিল।
হৃদয় গগণে বঁধু মধু হাসি হাসিল ॥
সখির ও মুখ শশি,
যিনি গগণের শশি,
মধুর অধরে হাসি হেরে মন মোহিল ॥

(অলক্ষিতে দন্তবক্রের প্রবেশ ও নিদ্রিত বিনোদিনীকে ক্রোড়ে লইয়া ঊর্দ্ধে প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

—— ⁘ ——

পর্ব্বতময় প্রদেশ।

(বৃক্ষতলে দুইটী অপসরা দণ্ডায়মান ও এক পার্শ্বে বিনোদলাল উপবিষ্ট)

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

নিরাশা সাগরে মম ডুবিল রে মন।
আঁধার হৃদয় আজি সে জন বিহন॥
চাতকিনী সম হয়ে, ছিনু তার পথ চেয়ে,
নিদয় পবন বায়ে করিল নিধন।

পরি। কেনহে বল রাজন, ভাব তুমি অকারণ,
ক'র না মিছে রোদন কর সম্বরণ॥

বিনোদ। মন নাহি মানা ধরে, সদা প্রাণ চাহে তারে,
কেমনে ধৈরয ধরে এ পাগল মন।

পরি। প্রণয়ের এই রীতি, ক্ষণ সুখ দুঃখ অতি,
তুমি হে সুবোধ মতি ভাব অকারণ।

বিনোদ। কোথা মম প্রাণধন, মম জীবন জীবন,

পরি। এস তবে হে রাজন এসহে এখন॥

(পরিগণের ঊর্দ্ধে গমন ও নিম্নে বিনোদলালের প্রস্থান)

(পট পরিবর্ত্তন, সুবর্ণ গম্বুজ মধ্যস্থিত বিরস বদনা বিনোদিনী উপবিষ্টা)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কোথায় রয়েছ নাথ অভাগী জীবন ধন।
এ শ্মশানে বুঝি প্রাণ যায় দাসীর জীবন॥
কোথা ওহে প্রাণকান্ত, এবে হয় প্রাণ অন্ত,
নিদয় দৈত্য কৃতান্ত বধে বুঝি মম প্রাণ॥
কেনরে নিদয় বিধি, দিয়ে হরে নিলি নিধি,
কাঁদাতে কি নিরবধি অভাগীর এ জীবন॥

বি। আর যে যন্ত্রণা সহ্য হয় না। হা হৃদয়বল্লভ। হা দুঃখিনীর হৃদয়সর্ব্বস্ব ধন। তুমি কোথায়? একবার তোমার আদরের বিনোদিনীর দশা দেখে যাও। হে জগদীশ্বর। এ অভাগিনীর যাতনার কি শেষ হবেনি। প্রাণেশ্বর। যার অদর্শনে তুমি চারিদিক অন্ধকার দেখতে, যার অদর্শনে তোমার সুখশয্যা কণ্টকময় বলে বোধ হত, যার সঙ্গ তুমি ভ্রমেও ছাড়তে না। এখন তোমার সেই আদরের বিনোদিনী কৃতান্ত দণ্ডবক্রের নিকট বন্দী। নাথ। বোধ হয় আমার জীবনের এই শেষ, এ দুঃখিনী আর তোমার মুখচন্দ্র দেখতে

পেলে না! দুঃখিনী—জনম দুঃখিনী বিনোদিনীর জন্য সুখ পৃথিবীতে সৃজন হয়নি ওঃ! (নিরবে রোদন)

(রুদ্রবেশে দন্তবক্রের প্রবেশ)

রক্তদন্ত। বিনোদিনি! বিনোদিনি!! এখন সম্মত আছ?

বিনোদিনী। আ—আ—দৈত্য—অ—,

রক্তদন্ত। হাঁ আমি! এখন সম্মত আছ কি না?

বিনোদিনী। না—কখন না!

রক্তদন্ত। কি! আর তোর রক্ষা নাই!! পাপিনী নিজের মৃত্যুর পথ নিজেই পরিষ্কার কচ্চিস?

বিনোদিনী। (সরোদনে) দৈত্যরাজ! আমায় ক্ষমা কর!

রক্তদন্ত। ক্ষমা! কখনই না! আগে তোর সম্মুখে চির আশিক্ত বিনোদের জীবন বিনাশ করব, পরে তোমায় ও তার পথে গমন করাব, এত দিন যে আমার আশা পুরণ করিস্‌নি তারি প্রতিফল আজ ভোগ করতে হবে?

(ক্রন্দনের সহিত গীত)

আলেয়া—কাওয়ালী।

ক্ষম ওহে দৈত্যবর অবলা সতীত্বধন।
শেল সম বিঁধিতেছে তোমার বচন॥
শোক তাপে নিরন্তর,
পুড়িছে মম অন্তর,
ত্যজ তব এ কুআশা ওহে দৈত্যবর;—
এ মিনতি তব কাছে ধরিগো চরণ॥

দৈত্যরাজ! [illegible] করি তুমি আমায় সেইখানে রেখে এস?

রক্তদন্ত। না তা হবেনা, যতদিন তোর পিতা জীবিত ছিল, ততদিন বড় দন্তের সহিত বেড়িয়ে ছিলি! এখন তোর কিছু অনুনয় আমি শুনতে চাই না।

(বিনোদিনীকে ধরিতে অগ্রসর)

বিনোদিনী। (সরোদনে রক্তদন্তের পদ ধরিয়া) পিত! পিত!! তোমার স্নেহলতা কন্যার প্রতি এরূপ ব্যবহার।

রক্তদন্ত। কি পাপিয়সি! তুই ঐরূপ জঘন্য কথা বলে আমায় পরিহাস কচ্চিস! দুশ্চারিণি! আর তোর রক্ষা নাই এখন সেই রূপ মৃত অবস্থায় থাক।

(সবলে বিনোদিনীকে ধারণ করিয়া লোহিত পুষ্প গুচ্ছ নাসিকাগ্রে ধারণ ও বিনোদিনীর মৃত দেহ ভূমে পতন, পরে এক খানি শ্বেত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দৈত্যের প্রস্থান)

(বিষণ্ণবদনে বিনোদলালের প্রবেশ)

বিনোদ। (স্বগত) ওঃ! কত দেশ, কত নগর, কত বন, কত পর্ব্বত অতিক্রম করে এলেম তার আর সংখ্যা নাই। কিন্তু কোন স্থানেও প্রিয়ার অনুসন্ধান পেলেম না। (চারিদিক দেখিয়া) একি! সুবর্ণ গম্বুজ!! কি মনোহর! কি স্নিগ্ধ। পরিকন্যারা আমায় সঙ্কেতে বলে দিলেন, এই পথে তোমার সেই ধন আছে, তা কৈ! প্রিয়ারত দেখা পেলেম না। একি! শ্বেত বস্ত্র

আচ্ছাদিত কি! (নিকট গিয়া শ্বেতবসন উন্মোচন) ওঃ! বিপাত! এর চেয়ে কেন আমার মস্তকে জ্বলন্ত বজ্রাঘাত পড়্‌ল না।

(গীত)

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

কোথা গেলে শশিমুখি একাকী ফেলে বিজনে।
সতত কাঁদিছে প্রাণ তোমা ধন বিহনে॥
তোমার ও রূপ রাশি, জিনি শরতের শশি,
ওরূপ স্বরূপ রাশি ভুলে যাব কেমনে।
আমারে পাগল করে, পালালে কেমন করে,
এস প্রিয়ে বুকে ধরি প্রেমময় রতনে॥

জগদীশ্বর! আমি এত কি মহাপাপ করেছিলেম যে এধনে বঞ্চিত হলেম। পিতা, মাতা, আত্মপরিজন সকল ত্যাগ করে প্রেয়সীর অনুসন্ধানে এলেম! ওঃ! কত বিপদ অতিক্রম করে শেষে এ রতন লাভ করলেম কিন্তু নির্দ্দয় বিধাতা আমায় তা ভোগ কর্‌তে দিলে না,

(খেদ করিতে করিতে অন্যমনস্ক ভাবে লোহিত পুষ্প গুচ্ছ বিনোদিনীর গাত্রে পতন ও বিনোদিনীর উঠিয়া উপবেশন)

বিনোদিনী। ওঃ! আবার পীড়ন! (বিনোদকে দেখিয়া) আমি কি স্বপ্ন দেখচি? প্রাণনাথ! বিনোদ! বিনো-

দিনীর হৃদয় সর্ব্বস্ব ধন। কেন নাথ আপনি এখানে এলেন, এখনি আপনি এস্থান হতে পলায়ন করুন, না হলে সেই দৈত্য আপনাকে দেখতে পেলে আপনার অনিষ্ট করবে।

বিনোদ। প্রিয়ে। কেন তুমি বৃথা চিন্তা করচ, স্বয়ং যমরাজ এখানে এলেও তার নিস্তার নাই। প্রিয়তমে। আমি যখন ঘোর বিপদে পতিত হয়েছি, তখন সেই কবচের অর্দ্ধখণ্ড ভমে নিক্ষেপ করিচি, এখন সে মায়াবিনী ললিতা আগত প্রায়, আর কিসের ভয়, আদবিনি। ঐ দেখ সেই ললিতা এখানে আসচে।

(রণবেশে ললিতার প্রবেশ)

প্রিয়ে। সেই দৈত্য তোমার বিনোদের হৃদয়ের মণি হরণ করে এনেচে। প্রিয়ে। তুমি [illegible] এ বিপদ হতে আমায় রক্ষা করবে। (হস্ত ধরিয়া [illegible])

ললিতা। প্রাণনাথ। স্বামী স্ত্রীলোকের জগতের গুরু, স্বামী [illegible] সুখ যাতে হয়, স্ত্রীর জীবন দিয়ে পূরণ করা [illegible] প্রাণেশ্বর। আপনি দৈত্যের নিকটে ভীত হবেন না ঐ শুনুন, হুহুঙ্কার শব্দে এখানে আসচে, [illegible] স্তম্ভের পার্শ্বে লুক্কায়িত থাকি।

(উলঙ্গ অসি হস্তে রুদ্রমূর্ত্তি বজ্র দন্তের প্রবেশ)

বজ্রদন্ত। (বিরাট হাস্যের সহিত) আজ তোদের উভয়কে বধ করে মনের সাধে রক্ত পান করব। পাপাশয়

সিংহের আহারীয় দ্রব্যে শৃগালের লোভ ? আয় তোকে বধ করি। (বিনোদকে ধৃত করণ)

বিনোদ। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) আয় দেখি তোর ভুজ পাশ কত বল ধরে। (অসিঘাত)

রক্তদন্ত। বুঝলেম, সেই মায়াবিনী ললিতার জন্যই তোর এত দম্ভ, আগে সেই পাপিনীর জীবন বধ করি ?

(ধনুকে শর যোযিত করিয়া ললিতার প্রবেশ)

কি শৃগালের মুখে সিংহিনীর নিন্দা ! আয়, তোর এই শরে অন্তর ভেদ করি। (শরনিক্ষেপ)

রক্তদন্ত। ওঃ পাপিয়সি ! তুই সামান্য মনুষ্যের প্রেমে অন্ধ হয়ে আমায় বধ করতে ইচ্ছা।

(রক্তদন্তের অন্তর্দ্ধান)

ললিতা। প্রাণেশ্বর ! বিনোদিনি ! দিদি এস ভাই এখান হতে আমরা যাই।

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর পট পরিবর্ত্তন ধূম পূর্ণ গৃহ একটী প্রদীপ অনুজ্জ্বল ভাবে স্থিত)

বিনোদ। প্রিয়ে ! একি ভয়ঙ্কর গৃহ ?

বিনোদিনী। দিদি আমায় পূর্ব্বে এই স্থানে রাখে ?

ললিত। প্রাণনাথ ! আপনি এই প্রদীপটী পদাঘাতে ভগ্ন করুন ? (পদাঘাতে নিক্ষেপ করণ)

(শূন্যমার্গে রক্তদন্তের প্রবেশ)

ওঃ কালসাপিনি! আমায় এ পুরী হ'তে তুই একে বারে দূর করলি। (অদৃশ্য হওন)

বিনোদিনী। দিদি! আজ তোমার জন্যেই আমরা পুনরায় জীবন পেলেম, আমিত আর তোমায় কখনিই ছাড়ব না। (ললিতার গলদেশ বাহুদ্বারা বেষ্টন)

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর পটপরিবর্ত্তন মনুষ্য মূরতী বেষ্টিত দৈত্যের কুসুম কানন)

বিনোদিনী। কই নাথ! দিদি আমার কোথায়?

ললিতা। এই যে আমি দিদি! বিনোদিনী ঐ দেখ তোমার সখীরা এখানে আসচে।

বিনোদিনী। দিদি তোমার আবার এ বেশ কেন?

ললিতা। তুমি যে সে বেশ দেখলে ভয় পাও, তাই আমি সে বেশ ত্যাগ করিচি।

(গীত ও নৃত্য করিতে করিতে আমোদিনী ও নলিনীর প্রবেশ)

ভৈরবী—খ্যামটা।

দোলাব মালা সখীর গলে।
গেঁথেছি মোহন নানা ফুলে॥
গলে বিনোদিনী,
দিব আমোদিনী,
হেরিব অপরূপ সকলে মিলে॥

প্রণয়—কুসুম।

আমো। ফুলের মধু, পিইয়ে বঁধু,
গেছলে কোথায় চলে।
প্রেমিক নাগর, গুণের সাগর,
পড়েচে সখীর কলে।

বিনোদিনী। সখি! আজ আমার দিদি হতেই আমাদের পরম শত্রু দন্তবক্র জনমের জন্য দূর হয়েচে? আগে দিদির গলায় মালা দাও।

আমো। সখি! আমরা আজ আপনার কাছে ক্রীত দাসী হলেম, এখন আমাদের বড় সাধ যে একবার আপনাদের মিলন হেরে নয়ন সার্থক করব।

ললিতা। তার জন্য আর ভাবনা কি? (মস্তক হইতে এক গাছি কেশ ছিন্ন করিয়া ভূমে নিক্ষেপ)

(পরস্পরের হস্ত একত্রিত করিয়া গান)

কালেংড়া—খেমটা।

নবীন নীরদ কোলে চপলা হাসিল।
মানস সরসে আজি সরোজ ফুটিল॥
হেরিয়ে প্রাণমন,
হইলরে বিমোহন,
প্রেমিক প্রেমিকা আজি সুখেতে ভাসিল।

(হৈম সিংহাসন ধারণ করিয়া বিমান পথ হইতে ললিতার সখীদ্বয়ে গান গাইতে ২ অবতরণ)

চঞ্চল নয়ন দুটী, রয়েচে কমল ফুটি,
হেরিয়ে আজিকে সখি নয়ন ভুলিল।
কলে। পতির প্রণয় কোলে,প্রণয়িনী সুখে দোলে,
প্রণয়-কুসুম হেরে মানস মোহিল॥

ললিতা। সখি তোমাদের ভালবাসা দেখে আমি বড় আ-
হ্লাদিত হলেম এখন প্রাণনাথকে, আমার ছোট বোন
বিনোদিনীকে এই সিংহাসনে বসাও।

বিনোদ। এস প্রিয়ে! আমরা তিন জনেই বসি।

ললিতা। নাথ! এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি আছে!

(তিন জনে সিংহাসনে উপবেশন)

১ম-সখী। বলি ও নাগর রতন! আমাদের কি ভাই চিনতে
পার?

২য় সখী। এখন কি আর চিনতে পারবেন, এখন দুটী শির-
মণিকে নিয়েই ব্যতিব্যস্ত।

বিনোদ। নাভাই তোমাদের কি জন্মেও ভুলতে পারব।

আমো। মরি মরি কি মনোহর শোভাই হয়েচে, এখন ঠাকুর
জামাই চির সুখে থাক।

১ম-স। এস ভাই আজ আমরা নাগরের করে সখী রতনকে
সঁপে দি! এমন আনন্দ আর হবে না!

(সকলের নৃত্য ও গীত)

ভৈরবী—দাদারা।

আমো। কি আনন্দ নিরানন্দ প্রেমানন্দে মাতিল।
সাগর সৈকতে সুখ তরঙ্গিণী বহিল॥

সকলে। বিচ্ছেদ বাড়বানল, হইলরে সুশীতল,
মিলন মহেন্দ্রক্ষণ পৃথিবীতে পশিল ॥

অন্তরীক্ষে। প্রণয়-কুসুম,
হেরিয়ে মোহিল,
যুগল নয়ন,
আজিকে ভুলিল।

সকলে। খুলিল স্বরগ দ্বার, জ্বলিল আলোকাগার,
নন্দন সৌরভে আজি দশ দিশ পুরিল ॥

———:*:———

(পটক্ষেপণ)